রোনাল্ডো ফিরল পুরনো ক্লাবে
(বিস্তারিত খেলার পাতায়...)

দর্পণ

রাজ্য
রোগমুক্ত ৮০০
আক্রান্ত ৭০০
মৃত্যু ১১

কলকাতা
রোগমুক্ত ৮০০
আক্রান্ত ৭০০
মৃত্যু ১১

31 AUGUST 2021-TUESDAY-KOLKATA-700003 Pages 4

এক নজরে

রকেট হামলা

কাবুল বিমানবন্দরে রকেট হামলা। সোমবার সকালে হামিদ কারজাই বিমানবন্দর লক্ষ্য করে উড়ে এল একে একে পাঁচটি রকেট। বিমানবন্দরের বিশেষ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অবশ্য রকেটগুলিকে ধ্বংস করতে পেরেছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি। তবে হামলার নেপথ্যে আইএস খোরাসান-এর জঙ্গিরাই রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে আমেরিকা।

বাড়ল সংক্রমণ

টানা পাঁচ দিন দেশের দৈনিক সংক্রমণ ৪০ হাজারের বেশি থাকল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৯০৯ জন। যা রবিবারে তুলনায় হাজার দু'য়েক কম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৩৯ জন।

সোনার মেয়ে

বছর নয়েক আগে একটা দুর্ঘটনায় হারিয়ে ফেলেছিলেন হাঁটার ক্ষমতা। শুধু তো শারীরিক নয়, লড়াই করতে হয়েছিল মানসিক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে। আর সেই দাঁতে-দাঁত চেপে লড়াইয়ের পুরস্কার আজ পেলেন আভনি লেখারা। প্রথম ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে প্যারালিম্পিক্সে জিতলেন সোনা।

হুড়োহুড়ি নয়: মমতা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৩ দিনে ৩০ লক্ষের বেশি আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা: মমতার স্বপ্নের লক্ষীর ভাণ্ডারে মাত্র তিন দিনে ৩০ লক্ষ্যর ও বেশি আবেদন জমা হয়েছে৷ "লক্ষ্মীর ভান্ডার" নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক উন্মাদনা ছড়িয়েছে। ভোর রাত্রি থেকেই দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে৷ ভিড়ের মাত্রা কমানোর জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক বার্তা দিলেন। রাজ্য বাসীকে আস্বস্ত করলেন তিনি, হুড়োহুড়ি করবেন না। রাজ্যেবাসীর প্রয়োজন লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ক্যাম্পের সময়সীমা বাড়ানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাসের পর নড়েচরে বসেছে নবান্ন। বুথভিত্তিক শিবির করার প্রস্তাব দেওয়া হয়ে সব জেলাশাসকদের। রাজ্যে বুথের সংখ্যা ৭৮ হাজারের ও বেশি। একমাস ধরে চলবে এই শিবির। এই সময়ের মধ্যে যদি লক্ষ্মী ভাণ্ডারের সুবিধা প্রত্যেক ঘরে না পৌছায় তাহলে আরও বেশ কিছুদিন এই ক্যাম্পের সময়সীমা বাড়াতে বলতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে মোট আবেদন জমা ৪৬ লক্ষের বেশি।

ক্যাম্পগুলিতে লোকবল বাড়ানোর জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ১০০ দিনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের এই ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য বলেছেন তিনি। ভিড় সামলানোই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী সেই সঙ্গে বলেছেন, " ব্যাংক একাউন্ট করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে আগে আমাদের লিড ব্যাংক ছিল ইবিআই। এখন তা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সাথে যুক্ত হওয়ায় আইএফসি কোড বদলে গিয়েছে ফলে অনেক গ্রামীণ এলাকায় অসুবিধা হচ্ছে।

এরসাথে আরও একটি সুখবর দিয়েছেন মুখমন্ত্রী। সাস্থ্যসাথী কার্ড যার নামে আছে সে ছাড়াও সেই পরিবারের অন্য মহিলারাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। শুধুমাত্র যারা সরকারি চাকরি করেন বা পেনশন পান তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না বলে নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে নতুন একাধিক প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা: আবারও রাজ্যে শুরু রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতোন এই প্রকল্প ১৬ অগাস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা আবারও দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু করেছি। চলবে ১৬ অগাস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে নিয়ম মেনে যাঁরা আবেদন করতে চান তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য রাজ্যবাসী এই ক্যাম্পে আবেদন করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী এই ক্যাম্পের আওতায় নতুন অনেক প্রকল্পের যোগ করেছেন- লক্ষীর ভান্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কৃষক বন্ধু, বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, কৃষি জমির মিউটেশন ও জমির রেকর্ডর ছোটোখাটো ভুল সংশোধন, নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মাসিক ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবে প্রত্যেক পরিবারের একজন করে মহিলা এবং তার পাশাপাশি মাসিক একহাজার টাকা করে সাহায্য পাবেন তফশিলি মহিলারা।

রাজ্য সরকার জানান 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য দুয়ারে সরকারে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন রাজ্যবাসী। যাঁদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে তাদের তা দেখালেও হবে, তবে তাঁদের 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে একটি দরখাস্ত ও নিয়ে যেতে হবে। ন্যূনতম বয়সসীমা ২৫-৬০। তবে যাঁরা পেনশনভোগী, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Experts warn: the third wave of corona can hit the country anytime

Sayani Saha: An expert pannel, set up by an institute predicted that third wave of corona virus pandemic could hit anytime between september and october.

National Institute of Diseaster Management (NIDM), also said that children have a smaller risk as adults since paediatric facilities, doctors and equipment like ventilators, ambulance etc are nowhere close what May required in case a large number of children become affected.

The report, observed that only 76% people are fully being vaccinated in India. The NIDM report quoted the prediction of experts which suggested three scenarios for the third wave based on the level of unlocking.

In the first scenario,experts said the third wave could peak 3.2lakh posetive cases per day.In the second one,with the emergence of new and more virulent variants ,the third wave could peak in september with five lakh posetive cases per day.In scenario three,the experts predicted that the third wave could peak in late october with two lakh posetive cases per day.

The experts said ,to fight against the third wave of corona virus we should obey the guidelines of corona.The vaccinations rate of India is currently 3.2% ,government should increase the rate by five times (1 crore doses per day).If this happen,then India will see only 25 percent of cases per day during the third wave peak.

ত্রাণ সহায়তায় মানুষের পাশে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ত্রাণ বিতরণ করছেন কলেজের সদস্যরা— নিজস্ব চিত্র।

প্রিয়াঙ্কা পাত্র: করোনা মহামারীর সময় একদিকে যখন প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন তখন অন্যদিকে ইয়াস এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অন্ন - বস্ত্র ও গৃহহারা হয়েছেন অনেক মানুষ। এই অবস্থায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে অসহায় মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

গত ১৬ই জুন গৃহহারা ও ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে কিছু খাদ্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দেওয়ার উদ্দ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের পাখিরালয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হয় সুরেন্দ্রনাথ গ্রুপ অব কলেজ। এই ত্রাণ তহবিলে উপস্থিত ছিলেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী ইন্দ্রনীল কর মহাশয়, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য শ্রী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট আশীষ শাহ্ এবং কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ঋজু চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। অনুদান কারীরা ভোর পাঁচটা নাগাদ রওনা হন এবং গন্তব্যস্থলে লঞ্চের মাধ্যমে যাত্রা করে সকাল দশটায় সেই স্থানে পৌঁছায়। লঞ্চ ভর্তি ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন প্যাকেট জাতীয় শুকনো খাবার যেমন ; চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ, মুড়ি, বিস্কুট, খাতা,পানীয় জলের বতল, মশারি, কম্বল এবং মাস্ক এছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে এই সামগ্রিক বিলি করে অসহায় সাধারণ মানুষদের সাহায্য করেছেন।

তাদের এই উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং ব্যহত জীবনকে পুনরায় সচল করতে সাহায্য করেছে। তাদের এই উদ্দোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য সকল মানুষের কাছে শিক্ষনীয়। এছাড়াও যেকোনো সামাজিক কাজে সুরেন্দ্রনাথ গ্রুপ অব কলেজ সহায়তার বাড়ায়।

আফগানিস্তান এখন তালিবানিস্থান !

নিজস্ব সংবাদদাতা: আফগানিস্তানের বছর কুড়ি পর ফের তালেবান শাসন জারি হওয়ার পর থেকেই বদলাতে শুরু করেছে আফগান প্রদেশের চেহারা। যত সময় এগিয়েছে ততই দেশ ছাড়ার ধুম দেখা গেছে সেখানকার নাগরিকদের।

গত ১৫ই আগস্ট আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবানেরা। তখন থেকে নারীদের পেশা ও অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে নানা মহল। তালিবানের রাজত্ব শুরু হতেই বেড়েছে নারী নির্যাতিনের ঘটনা। পুরুষরাও বাদ পড়ছে না। তাদেরও ইসলামী আইন মেনে চলতে বাধ্য করছে।

এদিকে বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করলেও দেশ চালানোর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কোনটাই নেই তালিবানদের। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানের পরিস্থিতি রীতিমতো অরাজকতায় পরিণত হয়েছে। কাবুল সহ দেশের বেশিরভাগ জায়গায় তালিবানরা নিজেদের রাজত্ব ঘটিয়ে সেখানে মেয়েদের প্রতি অবিচার

করেছে। দেশে ওষুধও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নেই বললেই চলে ,রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। এদিকে আমেরিকা,জামানিসহ অন্যান্য বড় দেশগুলো কাবুলকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে দেশটির অর্থনীতি একেবারে ঘুরিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য আগেও আফগানরা তালিবানি শাসন এর ভয়াবহতা দেখেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এই পাঁচ বছরে তারা মেয়েদের স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা। প্রভাব পড়েছিল মেয়েদের কর্মজীবনে। কিন্তু গত দু'দশক ধরে ছবিটা পাল্টেছে। মেয়েরা বাইরের আদব-কায়দা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে এখন তা অতীত। তলিবানি শাসন এর পর মেয়েদের রাস্তায় বেরোনো দুষ্কর ব্যাপার হয়ে পড়েছে আফগান প্রদেশে। তালিবানের দেশ যেন আদিম যুগে ফিরে গিয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

Human Life as we have it is only the raw material for Human life as it might be

Sarvepalli Radhakrishnan

SANCHARI MISTRI

প্রয়াত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, বয়স হয়েছিল ৮৫

প্রিয়াঙ্কা পাত্র : করোনা - পরবর্তী শারীরিক জটিলতায় প্রয়াত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। রবিবার রাতে ১১টা ২৫ মিনিটে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। চলতি বছর এপ্রিলে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব গুহ। দীর্ঘ হাসপাতাল যাপনের পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন। কিন্তু ৪ আগস্ট শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। কোভিড পরবর্তী অসুস্থতাই কাবু করেছিলেন তাঁকে, এমনটাই খবর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা ছিল তাঁর। এছাড়াও মাল্টি অর্গান ফেরিওর হয় তাঁর। মূত্রথলিতেও দেখা দিয়েছিল সংক্রমণ। চার চিকিৎসকের বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চলছিল চিকিৎসা। তবে চিকিৎসায় তেমন সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। স্থানান্তর করা হয়েছিল আইসিইউতে। রবিবার রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ১৯৩৬ সালের ২৯ জুন কলকাতায় জন্ম বুদ্ধদেব গুহর। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এই প্রাক্তণীর পেশাদার জীবন শুরু হয়েছিল চার্টার্ড অ্যাউন্ট্যান্ট হিসাবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জঙ্গলমহল'। তাঁর অসংখ্য উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৭৭ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি। বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বাংলার সাহিত্যমহল। প্রবীণ থেকে নবীন বাংলার প্রায় সব সাহিত্যিকেরই পছন্দের লেখকের তালিকায় একেবারে উঁচুর দিকেই তাঁর অবস্থান।

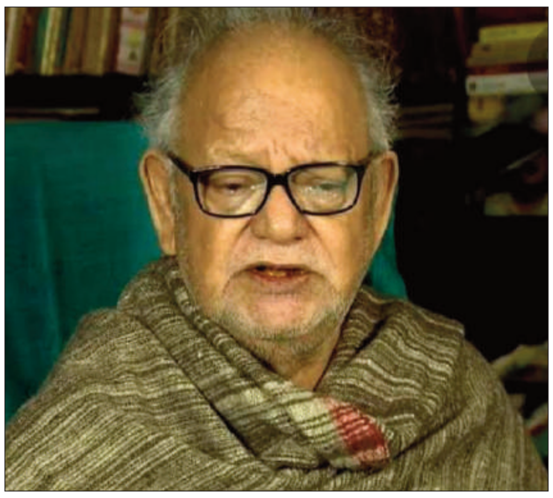

চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ

ফের অনিশ্চয়তায় শৈশব

নিজস্ব সংবাদদাতা: কেহ ইটভাটায়, কেহ বিড়ি বাঁধায়, কেহ পশুচারণে, কেহ বা গৃহনির্মাণে। বিগত দেড় বৎসরে অতি দরিদ্র স্কুলশিশুদের একটি অংশ এমন সব পেশার সহিত জড়াইয়া পড়িতেছে, শৈশবের সহিত যাহার সম্বন্ধ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত, একটি কল্যাণরাষ্ট্রে কি শিশুদের কোনও ভাবেই অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজিবার কথা? কিন্তু, ইহাই বাস্তব। এহেন শিশুদের জন্য শিশু শ্রমিক স্কুল-এর ব্যবস্থা আছে। স্কুলে গেলে মিড-ডে মিলের সহিত তাহাদের জন্য বরাদ্দ কয়েকশো টাকা ভাতা। কিন্তু, অতিমারি-পর্বে শুধু পুরুলিয়া জেলাতেই ৮৯টি শিশু শ্রমিক স্কুল বন্ধ হইয়াছে, পুরাতন 'পেশা'য় ফিরিয়াছে শিশুরাও। তদুপরি, বিভিন্ন গরিব পরিবার লকডাউনে রোজগার হারাইবার ফলে শিশুদের অর্থ উপার্জনের তাগিদটিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভিজ্ঞতা বলিবে, যাহারা এক বার রোজগারের জন্য স্কুলব্যবস্থা হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহাদের ফিরিবার পথটি সহজ নহে। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যাহারা লেখাপড়া বজায় রাখিতে পারিয়াছে— অনলাইন বা অফলাইন বা মিশ্র মাধ্যমে— তাহাদের অধিকাংশেরই পারিবারিক সামর্থ্য আছে। কিন্তু যাহাদের নাই, তাহাদের কী হইবে? সেই দায়িত্ব তো রাষ্ট্রকে লইতেই হয়। প্রতিটি শিশুরই বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে— স্মরণে রাখিতে হইবে। উহাই, সর্বার্থে, লেখাপড়ার মূল্য।

কোভিড এখন এন্ডেমিক পর্যায়ে, দাবি WHO-র মুখ্য গবেষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণ প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে এলেও তৃতীয় ঢেউয়ের নিয়ে চিন্তায় আছেন অনেক চিকিৎসকই। তবে সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মুখ্য গবেষক সৌমা স্বামীনাথন জানিয়েছেন , ভারত এখন নাকি মহামারির শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আর যার জন্যই সংক্রমণের মাত্রা অনেক কমে গিয়েছে।এন্ডেমিক পর্যায় হলো মহামারীর সবচেয়ে শেষ পর্যায়। অন্য সব পর্যায়ে গুলি থেকে এটি একদমই ভিন্ন। এই পর্যায়েতে ভাইরাসকে সাথে নিয়েই মানুষ নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে শিখে যান। সোজা কথায় বলতে গেলে ভারত এখন এই অতিমারির শেষের দিকে চলে এসেছে। ওই WHO-র মুখ্য গবেষকের বক্তব্য অনুযায়ী , ভারত খুব শীঘ্রই এন্ডোমিসিটির পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যেখানে সংক্রমনের সাথে ভাইরাসের মাত্রাও অনেক কমে যাবে। গত কয়েক মাস আগে যেরকম করোনার প্রকোপ ছিল তা আর নাও হতেও পারে।সৌমা এও জানান , যেহেতু ভারতের বিভিন্ন জায়গার মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিভিন্ন রকম তাই ভারতে সংক্রমণ কখনো বাড়ছে তো আবার কখনো কমছে। কিন্তু তিনি সকলকেই এখনো সংক্রমণ রক্ষার জন্য সর্তকতা অবলম্বন করতে বলেছেন। তিনি বলেন ভারতের যেসব এলাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউতে সংক্রমণ মাত্রাতিরিক্ত হয়নি সেখানে তৃতীয় ঢেউতে সংক্রমণ বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। চলতি বছরের মধ্যে যদি সবদেশ ৭০ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ শেষ করে ফেলতে পারে তাহলে আবার তাঁরা স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করতে পারবে।শিশুদের ক্ষেত্রে কোভিড কতটা সংক্রমিত হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করা হলে সৌমা জানান, শিশুদের করোনা সংক্রমণ হলেও তেমন কোন প্রভাব পড়বে না তাদের। তাই এই বিষয় নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। দেশেতে করা সেরো সার্ভে থেকে জানা গিয়েছে , বেশিরভাগ শিশুদের শরীরে করোনার সংক্রমণের উপসর্গ নেই।সৌমা কোভিডের তৃতীয় ঢেউ কবে দেশে আসতে চলেছে সেই নিয়ে কিছুই বলেননি। তবে তিনি ভ্যাক্সিনেশনের ওপর সকলকে বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

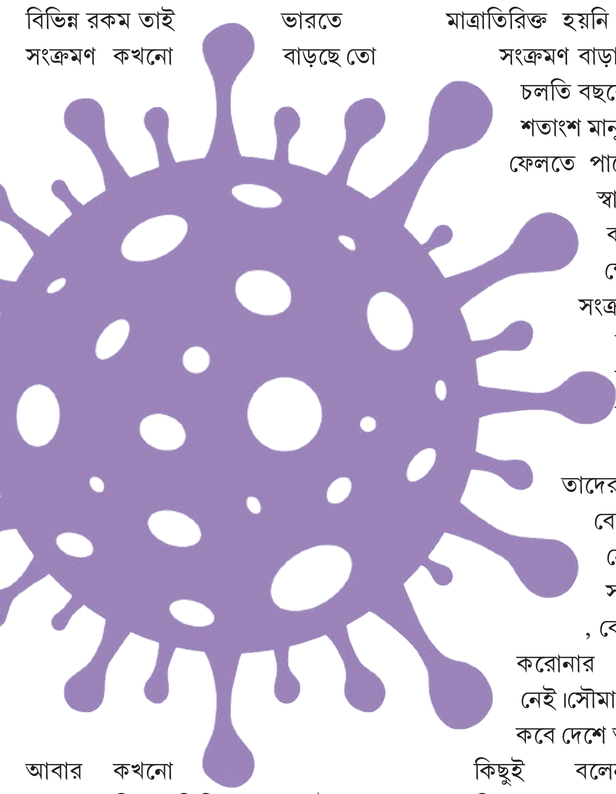

আমাদের কৃতীরা

দর্পণ
31 AUGUST 2021

Name: Dipan Ghosal
Work Place: Bartaman Patrika
Designation: Dist. in Charge (Howrah)

Name: Anuradha Bala
Work Place: News Time
Designation: Anchor

Name: Sanjoy Dey
Work Place: Calcutta High Court
Designation: Data Entry Operator

Name: Sayantani Bose
Work Place: Nation First Public School
Designation: TGT SST Teacher

Name: Resham Mukherjee
Work Place: Science City Kolkata
Designation: PRO

Name: Pravin Sultana
Work Place: Fussion Florist
Designation: Creative Designer

Name: Sayan Mazumder
Work Place: Uttarbagan Sambad
Designation: Sub Editor

Name: Rahul Gupta
Work Place: Oopsroops Creativity Matters
Designation: Manager

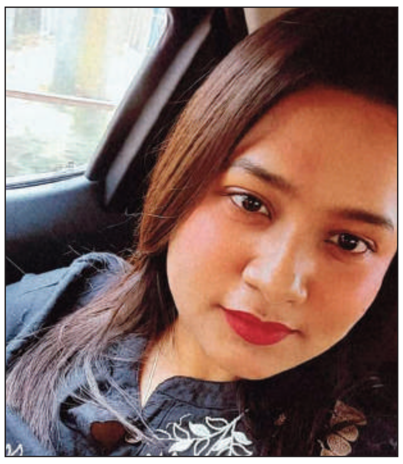

Name: Deblina Biswas
Work Place: TATA Consultancy
Designation: Quality Analyst

Name: Ujjal Sarkhel
Work Place: News 18 Bangla
Designation: Web Content Writter

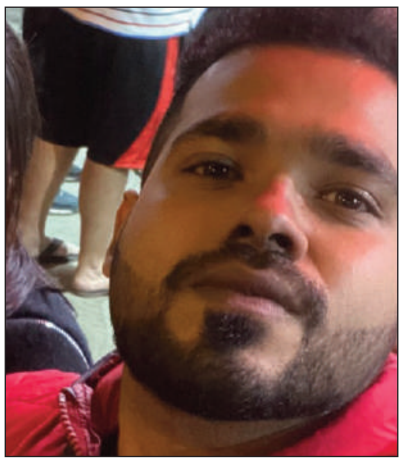

Name: Surajit Dey
Work Place: Own Company
Designation: MD

Name: Ranabir Das
Work Place: Akash 8
Designation: Executive Producer

প্রতিটি রাজবাড়ি গল্প বলে। প্রাণ নেই তো কি, সে সবই অনুভব করে। তারই প্রাঙ্গণে খেলা করা শিশুগুলি আজ বিদেশে নিজ নিজ অট্টালিকা বানিয়েছে, তাকে ত্যাগ করে। পরিত্যক্তা তার সন্তান হারানোর বেদনা সবাই কে বলে। দাড়িয়ে শুনো, সে কথা বলে— রহিত নিয়োগী

অলিভিয়া শিকদার

শরতের আকাশে রোদের
মেলা,বাতাসে তাই লেগেছে দোলা।
আবেগ ভরা ব্যাকুলতা, তোমার
আগমনেই পাবে মা সফলতা।

মা আসছে, ভেজা মাটির গন্ধ,
কাশফুলের হাওয়া আর শিল্পীর
ছোঁয়ায় মা আসছে। শ্যামলীমাতৃকার
চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহনের পালা।

দর্পণ
31 AUGUST 2021

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ভারতের সাফল্যের সাতকাহিনী

সুমনা গায়েন: এবছর জাপানে অনুষ্ঠিত বিশ্বের সবথেকে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা "অলিম্পিক্স" এর মঞ্চে ভারতের জয়জয়কার। গত চার দশকে অলিম্পিক্সে এটাই সবচেয়ে ভালো ফল ভারতের। এবারে পদকের তালিকায় প্রথম ৫০ দেশের মধ্যেই রয়েছেন ভারতীয়রা। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে দেশের প্রথম সোনা এসেছে এই ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিক্সেই। ১টি সোনা, ২টি রূপো সহ ৪টি ব্রোঞ্জ জয় করেছেন আমাদের অ্যাথলেটসরা। যাকে বলে একেবারে সোনায় সোহাগা।

সেই ২০০৮-এর বেজীং অলিম্পিক্স এর পরে আবার ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতের জাতীয় সংগীত বাজল "বিশ্বমঞ্চে"। জীবনে প্রথমবার অলিম্পিকে অংশ নিয়েই সেরা সাফল্য অর্জন নীরজের। ফাইনালে দ্বিতীয় থ্রো (৮৭.৫৭মিটার)-এর দ্বারাই তিনি সোনা অর্জন করেন। দেশের হয়ে প্রথম পদকটি এনে দিয়েছেন চিত্রাঙ্গদার রাজ্য মনিপুরের কন্যা মীরা বাঈ চানু। প্রথম দিনেই ভারউত্তোলনে (মোট ২০২কেজি, স্ন্যাচ বিভাগে ৮৭কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ১১৫কেজি) মেয়েদের বিভাগে রূপো অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন চানু। রিয়োতে সিলভারের পর টোকিয়োতে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের প্রথম মহিলা ক্রীড়াবীদ হিসেবে পরপর ২বার অলিম্পিকে পদক জয়ের রেকর্ড গড়েছেন ভারতের ব্যাটমিন্টন ক্যুইন পি ভি সিন্ধু। এদিকে দীর্ঘ ৪১বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে হকি(পুরুষ)তে পদক জয় ভারতের। জার্মানিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ সুনিশ্চিত করেছে ছেলেরা। সেই ১৯৮০ মস্কো অলিম্পিকে সোনা অর্জনের পর আর কোনো অলিম্পিকে পদক জেতেনি ৮বারের স্বর্ণপদক জয়ী ভারতীয় হকি টিম। অবশেষে টোকিয়োয় শাপমুক্তি। ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় হকিতে নবজাগরণ ঘটালো মনপ্রীত-ব্রিগেড। সূর্যদয়ের দেশে ভারতীয় কুস্তিতেও নতুন রবির উদয় হয়েছে। পুরুষদের ৫৭কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে রূপো জয় রবি কুমার দাইয়ার। ফাইনালেহেরে অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হলেও দেশেবাসীর মন জয়করে নিয়েছেন বছর ২৩এর হরিয়ানার এই কুস্তিগীর। কুস্তিতেদেশেকে আরও একটি সাফল্য এনে দিয়েছেন ২৭ এর বজরংপুনিয়া। ছেলেদের ৬৫ কেজি ফ্রি স্টাইলে কাজাখাস্থানেরপ্রতিপক্ষকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি।অভিষেক অলিম্পিকেই পদক পেয়ে স্বরণীয় করেছেনমেরিকমের যোগ্য উত্তরসূরি লাভলিনা বরগোহাঁই। মেয়েদের৬৯কেজি ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগ থেকে বক্সিং এভারতবাসীকে ব্রোঞ্জ উপহার অসমের লাভলিনার।

এছাড়াও অন্যান্য প্রতিযোগীরা সাফল্য না পেলেও তারা তাদের নিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছেন।একটুর জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়েছে মহিলা হকিটিমের। গল্ফে চতুর্থ হয়েছেন অদিতি অশোক। ডিসকাস থ্রোতে ষষ্ঠ স্থানেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছে কমলপ্রীত কৌরকে। তবেসবমিলিয়ে এবার সেরা ফল করেছে ভারত। ভবিষ্যতে আরওভালো হবে এমনটাই আশা করা যায় আমাদেরআথলেটসদের কাছ থেকে। অবশেষে ২০২৪ প্যারিসঅলিম্পিক্স এ আরও অনেক পদক আসবে ভারতে সেইঅপেক্ষায় রয়েছে পুরো দেশ।।

HE IS COMING HOME, UNITED CONFIRM RONALDO AGREEMENT

Cristiano Ronaldo coming home. Manchester United is delighted to confirm that the club has reached agreement with Juventus for the transfer of Cristiano, subject to agreement of personal terms, visa, and medical. Cristiano, a five time Ballon d'Or winner, has so far won over 30 major trophies during his carrier, including five UEFA champions League titles, four FIFA club world club, seven league titles in England, Spain, and Italy, and European championship for his native Portugal. In his first spell of Manchester United he scored 118goals in 292games.Everyone at the club looks forward to welcoming Cristiano back to Manchester. Manchester United's announcement of Ronaldo has broken the internet, in an hour on Manchester United's account;+6.5million likes on Instagram, +1Million likes on Twitter, +665k likes on Facebook. Currently the manager of United's Solskjaer played with Cristiano Ronaldo in his first spell at the club and since leaving 12years ago he's become one of the greatest players the game has seen, winning the Ballon d'Or five times. United's fans have been singing 'Viva Ronaldo' outside Molineux all afternoon and excitement at his arrival is at fever pitch. In a fast moving deal that stunned the world of football, Ronaldo secured a return to Old Trafford on Friday. By Friday, Ronaldo was boarding a private jet from Turin to Lisbon, in his native Portugal, and saying the world would soon be made aware of his next move. By then Manchester United were the clear front-runner after fierce rival Manchester City pulled out of the running for his signature. Ronaldo posted a farewell video for his fans Friday on social media. "Everyone at the club looks forward to welcoming Cristiano back to Manchester", United said in a brief statement. The biggest soccer star on the plannet is headed home finally.

আইপিএলে করোনার প্রভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা: করোনার প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা বিশ্ব বাদ যায়নি ক্রীড়া জগৎও। অলিম্পিক গেমস পিছিয়ে যায় ১ বছরের জন্য ২০২০ আইপিএলের উপরও পরে করোনার প্রভাব। ২০২১ সালের আইপিএল নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হলেও প্রথম থেকেই সংশয় ছিল। যেহুতু এত বড়ো একটি টুর্নামেন্ট ভারতের ৬টি রাজ্য মিলে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেই জন্যে জৈব সুরক্ষা বলয় লঙ্ঘন হওয়ার সম্ভবনা ছিলই। অবশেষে বিসিসিআই সিধান্ত নিয়েছে যে অবশিষ্ট ৩১টি ম্যাচ গতবারের মতো আরব আমিরশাহিতেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সম্পূর্ণ করা হবে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে আইপিএল এর দ্বিতীয় অর্ধ।

Messi affirm new season with PSG

ARCHISMAN MUKHERJEE: Lionel Messi confirmed on 8 Aug, 2021 he was leaving FC Barcelona after the club said it could no longer afford paying the Argentine's high wages, adding he was in negotiations with French club Paris St Germain over a possible move.

Messi did not want to leave Barcelona this summer. He was also willing to take a 50 percent pay cut on his wage bill so that it could become possible for Barcelona to register his contract in time for the start of next season. However, due to the dire financial situation, Barcelona was forced to part ways with Messi.Messi confirm according to reports, Messi's two-year contract with PSG gives him a $41 million annual net salary, including bonuses. The contract also has an option for a third year. The agreement, for two seasons plus an option year, comes days after Messi bid a tearful farewell to F.C. Barcelona, the club where he had spent his entire professional career. It concluded a brief and exclusive bidding war for Messi and added unmatched star power to the roster of P.S.G., a super team that has become a fixture in the late stages of Europe's Champions League, the world's richest football league.

Messi, too, made clear his intent by flying from Barcelona to Le Bourget Airport, north of Paris, on Tuesday afternoon. There, he emerged to wave to the fans whohad gathered to welcome him while wearing a shirt with the P.S.G. slogan "Ici C'est Paris." PSG supporters have seen their club transformed over the last 10 years since the influx of Qatari sovereign wealth investment linked to the emir. Once Messi's Barcelona contract expired – and the Catalan club could not afford to keep him –PSG was one of the few clubs that could finance a deal to sign the six-time world player of the year